সকল কর্মের প্রারম্ভেই তুমি তোমার আল্লাহ্‌কে অবশ্যই স্মরণ করিও॥ – সূফী সাধক আবু আলী আক্তার উদ্দীন	দর্শন ও উপলব্ধিতে হয় সত্য, অন্যের কথায় নয়॥ – সূফী সাধক আনোয়ারুল হক

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পদধ্বনি!

॥ সংলাপ প্রতিবেদক ॥

অলিম্পিকের মধ্যেই বেজে উঠলো যুদ্ধের দামামা। দক্ষিণ ওসেতিয়াকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ ওসেতিয়া-জর্জিয়া-রাশিয়া যুদ্ধে এ পর্যন্ত প্রায় ৩০০০-এরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। রুশ বাহিনীর দাবি, ওসেতিয়ার রাজধানী শিনভালি তারা দখল করেছে। জর্জিয়া ঘোষণা করেছে, শিনভালি তাদের এক্তিয়ারেই আছে।

জর্জিয়ার পার্লামেন্ট যুদ্ধ-পরিস্থিতি ঘোষণা করে ১৫ দিনের জন্য সামরিক শাসন জারি করেছে। রয়টার্সের খবর অনুযায়ী, জর্জিয়ার প্রেসিডেন্ট মিখাইল সাকাশভিলি যুদ্ধবিরতির ডাক দিয়েছেন। এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেছেন, 'আমার প্রস্তাব এখনই যুদ্ধবিরতি হোক। সেনা সরানো হোক।' মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশও অলিম্পিকের আসর থেকে রুশ প্রেসিডেন্ট দিমিত্রি মেদভেদেভকে ফোন করে একই অনুরোধ করেছেন। তবে মেদভেদেভের বক্তব্য, দক্ষিণ ওসেতিয়ায় সেনাবাহিনী নামিয়ে জর্জিয়াই চুক্তিভঙ্গ করেছে। রাশিয়া বলছে শান্তি ফেরাতেই তারা বদ্ধপরিকর।

উত্তর জর্জিয়া জুড়ে রুশ বাহিনীর আক্রমণ প্রবল। জর্জিয়ার সেনাবাহিনীর দাবি, তারা ১০টি রুশ বিমান গুলি করে নামিয়েছে। রুশ বিমানবাহিনীর হানায় জর্জিয়ার গোরি শহরে ১০০ জনের কাছাকাছি মারা গিয়েছেন বলে জর্জিয়ার তরফে জানানো হয়েছে। রাশিয়া বলছে, নিরীহ মানুষের উপর আক্রমণ চালানো হচ্ছে না। দক্ষিণ ওসেতিয়ার নিরীহ মানুষদের উপরে জর্জিয়ার আক্রমণ ঠেকাতেই তাদের এই সামরিক অভিযান। রাশিয়া আরও বলছে, দক্ষিণ ওসেতিয়ায় রুশ নাগরিকদের রক্ষা করতেই সেখানে লড়ছে তারা। অন্যদিকে মিখাইল শাকাশভিলি একে রাশিয়ার স্পষ্ট আগ্রাসন বলে উল্লেখ করেছেন এবং নিজেদের রক্ষায় লড়াই চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। আন্তর্জাতিক মহল উভয় পক্ষকেই সংঘর্ষ বন্ধের আহ্বান জানালেও এ পরিস্থিতির জন্য পরস্পরকে দোষারোপ করে সেখানে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণ ওসেতিয়ায় সংঘর্ষ বন্ধে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি অধিবেশন বসলেও কোনো পদক্ষেপের বিষয়ে একমত হতে পারেনি সদস্য দেশগুলো। জর্জিয়ার সবচেয়ে বড় সমর্থনদাতা যুক্তরাষ্ট্র সরকার ওয়াশিংটনে রাশিয়ার শীর্ষ কূটনীতিককে ডেকে দক্ষিণ ওসেতিয়া থেকে সেনা ফিরিয়ে নেয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

১৯৯০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের আগে জর্জিয়া থেকে বেরিয়ে গিয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে দক্ষিণ ওসেতিয়া। ১৯৯১-৯২ সালে সদ্য স্বাধীন জর্জিয়া থেকে নিজেদের আলাদা করতে যুদ্ধ শুরু করে তারা। কিন্তু তাতে কোনো চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হলেও জর্জিয়ার বাহিনী একসময় পিছু হটে। প্রায় ১৫ বছর ধরে এ অঞ্চলটি কার্যত স্বাধীনতা ভোগ করে এলেও জর্জিয়া থেকে তাদের বেরিয়ে আসার এ চেষ্টাকে সমর্থন দেয়নি আন্তর্জাতিক মহল। কিন্তু রাশিয়া তাদের এ চেষ্টাকে সমর্থন দিয়ে আসছে এবং জর্জিয়ার সঙ্গে স্থানীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের লড়াই বন্ধে সেখানে শান্তিরক্ষী হিসেবে সেনা মোতায়েন করেছে। ২০০৬ সালে একতরফাভাবে স্বাধীনতার পক্ষে গণভোটের আয়োজন করে দক্ষিণ ওসেতিয়া। কিন্তু এ চেষ্টাও আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয়। ওদিকে জর্জিয়া ন্যাটো জোটে যোগ দিতে আগ্রহী হয়ে ওঠার পর থেকেই দেশটিকে এ ধরনের পদক্ষেপ না নিতে হুশিয়ার করে আসছে রাশিয়া। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র সেনা প্রত্যাহার করতে এবং দক্ষিণ ওসেতিয়ার বিদ্রোহীদের মদদ না দিতে রাশিয়ার প্রতি আহ্বান জানিয়ে আসছে। রাশিয়া দক্ষিণ ওসেতিয়ায় নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় প্রায় ১৫ বছরে সেখানকার বহু মানুষকে নাগরিকত্ব দিয়েছে।

শান্তির জন্য যুদ্ধ সব যুদ্ধের শুরুতেই শোনা যায়; কিন্তু যুদ্ধের সঙ্গে শান্তির কথা বলা কতটা যুক্তিসঙ্গত তা চিন্তাবিদদের ভেবে দেখা দরকার। যুদ্ধের পরিণতি একটাই, তা হচ্ছে ধ্বংস, মানুষের জীবননাশ। জর্জিয়া-রাশিয়ার এ যুদ্ধেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। রাশিয়ার বোমার আঘাতে জর্জিয়ার গোরি শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। অন্যান্য শহরেও নেমে এসেছে ধ্বংসলীলা, হাজার হাজার মানুষ গোরি ছেড়ে পালিয়েছে।

রুশ সেনারা তাসখিনভালিতে প্রবেশের পর এ পর্যন্ত ১৬০০ লোক নিহত হয়েছে। রাশিয়ার ইন্টারফ্যাক্স নিউজ এজেন্সি বলেছে, তাসখিনভালিতে অন্তত দুই হাজার বেসামরিক লোক প্রাণ হারিয়েছে। অন্যদিকে জর্জিয়া অবশ্য বলছে, সব মিলিয়ে শ'খানেক লোক নিহত হয়েছে। গোরিতে হতাহতের সংখ্যা কত কোনো সূত্রেই তার উল্লেখ নেই। এই যুদ্ধ চলতে থাকলে ধ্বংস, ক্ষয়ক্ষতি, নিরাপরাধ মানুষের হতাহতের সংখ্যা যে বাড়তেই থাকবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আজ যে দুটি দেশ যুদ্ধ করছে এই দুটি দেশ ভেঙ্গে যাওয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের অধীনে একসাথে ছিলো মাত্র দেড় যুগ আগেও। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে আলাদা হয়ে যাওয়া ১৪টি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বন্ধনই ছিলো কাম্য। দক্ষিণ ওসেতিয়ার বিরুদ্ধে জর্জিয়া বাহিনীর হামলা রুখতে রাশিয়ার মধ্যস্থতার ভূমিকাই শান্তির স্বপক্ষের কাজ, ফেডারেশনভুক্ত থাকা শর্তাদির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, বৈঠক করেও জাতিসংঘ জর্জিয়া ও ওসেতিয়ার বিচ্ছিন্নতাবাদীদের যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানাতে পারেনি। এখন আবার রাশিয়া জড়িয়ে পড়েছে যুদ্ধে। পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। পেন্টাগন বলেছে, তারা কোনোভাবেই জর্জিয়া-রাশিয়ার যুদ্ধে পক্ষভুক্ত হবে না। জাতিসংঘের মাধ্যমে কত দ্রুত এই যুদ্ধ বন্ধ করা যায় প্রত্যেকটি দেশের উচিত সে ব্যাপারে সামর্থ্য ও প্রভাব অনুযায়ী অবদান রাখা। বিশ্ব জনমত নিশ্চিত যে যুদ্ধ শান্তি আনবে না, ডেকে আনবে ধ্বংস, নিরাপরাধ মানুষের মৃত্যু, শিশুদের অনিশ্চিত জীবন আর নিজেদের মধ্যে বৈরিতা। যুদ্ধের

ভয়াবহতা, ক্ষতি এবং তার অনিবার্য পরিণতির অভিজ্ঞতা বিশ্ব বিবেকের যেমন আছে তেমনি আমাদেরও আছে। কেহই যুদ্ধ দেখতে চায় না। অবিলম্বে বন্ধ হোক এ যুদ্ধ। বিরোধ মীমাংসার প্রশস্ত পথ হচ্ছে আলোচনা। সেদিকে দুটি দেশ এগিয়ে যাক এটাই কাম্য।

রুশ প্রধানমন্ত্রী ভ্লাদিমির পুতিনের ভাষায়, পুরোদস্তুর গণহত্যা চালিয়েছে জর্জিয়া। অলিম্পিক উপলক্ষে বেজিং গিয়েছিলেন পুতিন। সেখান থেকে তড়িঘড়ি দেশে ফিরে আসেন। মস্কোয় প্রেসিডেন্ট মেদভেদেভের সঙ্গে বৈঠক সেরেই চলে যান দক্ষিণ ওসেতিয়ার লাগোয়া উত্তর ওসেতিয়ার রাজধানী ভ্লাদিকাভকাজে। জর্জিয়ার আক্রমণে পালিয়ে আসা উদ্বাস্তুদের দেখভাল করতে।

জর্জিয়ার ওপর ১০ আগস্ট, রবিবারও বিমান হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। বোমা পড়ে রাজধানী তিবিলিসির ১২ কিলোমিটার দূরে একটি বিমানঘাঁটিতে। এর মধ্যে জর্জিয়া থেকে বেরিয়ে যাওয়া আরেকটি অঞ্চল আবখাজিয়াতেও যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কৃষ্ণসাগরের রুশ নৌবাহিনী সেখানে চলে গেছে।

৯০-এর দশকেই জর্জিয়া থেকে আলাদা হয়ে যায় দক্ষিণ ওসেতিয়া এবং আবখাজিয়া। আবখাজিয়ার কোদরি জর্জ এলাকা রয়েছে জর্জিয়ার নিয়ন্ত্রণে। কৃষ্ণসাগর তীরবর্তী এই জায়গাটি সামরিক দিক থেকে জর্জিয়ার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তাদের অভিযোগ, রাশিয়া এবার এই অঞ্চলে হামলা চালাবে। রাতারাতি আবখাজিয়ায় নাকি ৪০০০ ফৌজ নামিয়েছে রাশিয়া। সাবেক সোভিয়েতের দুই প্রজাতন্ত্র জর্জিয়া এবং ইউক্রেনের পেছনে মদত আছে ন্যাটো'র। আমেরিকা নরমে-গরমে হুমকি দিচ্ছে রাশিয়াকে। প্রেসিডেন্ট বুশ এখন বেজিংয়ে। বেজিং থেকেই তার সহকারী জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেমস জেফরি সতর্ক করে দিয়েছেন, রুশ-মার্কিন সম্পর্কে গুরুতর প্রভাব পড়তে পারে এই পরিস্থিতির। শান্তিরক্ষায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং আমেরিকা একটি প্রতিনিধিদল পাঠাচ্ছে। উদ্বেগে আছে জাতিসংঘ। মহাসচিব বান কি-মুন সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে অস্ত্র সংবরণের আর্জি জানিয়েছেন। ওদিকে ইউক্রেনও রাশিয়াকে প্রকারান্তরে সতর্ক করে দিচ্ছে, তাদের সেভাস্তপুল বন্দর ব্যবহার করে জর্জিয়ার বিরুদ্ধে হামলা চালানো যাবে না। কৃষ্ণসাগরের ওই বন্দরটি রুশ নৌবাহিনীর ঘাঁটি। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি জটিল। তবে দক্ষিণ ওসেতিয়ার রাজধানী তসখিনভালি থেকে জর্জিয়ার সেনাবাহিনী পিছু হটায় কিছুটা আশার আলো দেখা দিয়েছে। যদিও রাশিয়ার অভিযোগ, এখনও পুরোপুরি সেনা প্রত্যাহার করেনি জর্জিয়া। ❑

ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষায় রাশিয়ার ভিন্ন কৌশল

॥ সংলাপ প্রতিবেদক ॥

৪ আগস্ট রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, কিউবা ও বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে রাশিয়া তার অবস্থান পুনরুদ্ধার করতে চায়। এটা কিউবা ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে রাশিয়ার অবস্থান নিয়ে রাশিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সর্বশেষ বক্তব্য। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, পূর্ব ইউরোপে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা স্থাপনের প্রতিক্রিয়ায় পুতিন এ বক্তব্য দিয়েছেন। এর লক্ষ্য হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করা এবং ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপারে পাল্টা উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী টানাপড়েন শুরু হয়েছে। ২০০৭ সালের জানুয়ারী মাসে যুক্তরাষ্ট্র ইরানসহ বিভিন্ন দেশের সম্ভাব্য হুমকি মোকাবিলাকে কারণ হিসেবে দেখিয়ে পোল্যান্ড ও চেক প্রজাতন্ত্রের কাছে ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ঘাঁটি স্থাপন সংক্রান্ত আলোচনা পুনরায় শুরু করে। রাশিয়া মনে করে, এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা সামর্থ খর্ব করা এবং রাশিয়ার জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করা। সুতরাং এ নিয়ে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি বিরোধ শুরু হয় এবং দু'দেশের সম্পর্কেও অচলাবস্থা দেখা দেয়।

সম্প্রতি রাশিয়ার পার্লামেন্ট ও সামরিক কর্মকর্তারা যুক্তরাষ্ট্রের 'পিছন দিকের উঠোন' হিসেবে খ্যাত কিউবায় তাদের অবস্থান পুনরুদ্ধার করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে। সম্প্রতি রুশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ রাষ্ট্রীয় দুমার আন্তর্জাতিক কমিটির ভাইস-চেয়ারম্যান অ্যান্দ্রেই ক্লিমভ বলেন, 'কিউবা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূকৌশলগত জায়গা।' রাশিয়া কিউবাসহ লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক ও সামরিক অবস্থান পুনরুদ্ধার করছে। তিনি আরো বলেন, রাশিয়া কিউবায় পূর্ণ সামরিক শক্তি স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যাতে রাশিয়ার সীমান্ত এলাকার কাছাকাছি ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা স্থাপনের উপযুক্ত জবাব দেয়া যায়।

সম্প্রতি রাশিয়ার 'ইজভেস্তিয়া' পত্রিকার খবরে জানা গেছে, রুশ বিমান বাহিনীর কৌশলগত বোমারু বিমান কিউবায় আবার মোতায়েনের সম্ভাবনা আছে। রাশিয়ার সামরিক বাহিনী 'ইজভেস্তিয়া' পত্রিকার খবরকে বস্তুনিষ্ঠ নয় বলে উল্লেখ করলেও রাশিয়া যে সব ব্যবস্থা নিচ্ছে তা যে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা চুক্তির কারণেই তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সম্প্রতি রাশিয়ার উপ-প্রধানমন্ত্রী আইগোর সেচিন এবং রাশিয়ার ফেডারেল নিরাপত্তা পরিষদের সচিব নিকোলাই পাত্রুশেভের নেতৃত্বে পরপর দুটি প্রতিনিধি দল কিউবা সফর করেছেন এবং কিউবার নেতাদের সঙ্গে দু'দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের ঐতিহ্যবাহী সহযোগিতামূলক সম্পর্ক পুনরুদ্ধার, সম্প্রসারণ এবং গভীরতর করার বিষয়ে আলোচনা করেছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব অব্যাহতভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে। রাশিয়ার কৌশলগত আওতা দিন দিন কমে যাচ্ছে। শক্তিশালী ন্যাটোর সামনে রাশিয়া এক ধরনের সংকটের মধ্যে আছে। পূর্ব ইউরোপে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা স্থাপনের ফলে রাশিয়ার অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করা ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা সমস্যা মোকাবিলায় উদ্যোগ গ্রহণ বর্তমান রুশ-মার্কিন প্রতিযোগিতার জন্য জরুরি বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

বিশ্লেষকরা মনে করেন, রাশিয়ার কিউবা ও বিশ্বের অন্যান্য এলাকায় অবস্থান পুনরুদ্ধারের ঘোষণা উপযুক্ত এলাকায় সত্যিকারভাবে তাদের সামরিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য নয়, বরং এর লক্ষ্য যুক্তরাষ্ট্রকে নিজের পিছন দিকের উঠোন অরক্ষিত করে দিয়ে নিরাপত্তার ওপর মনযোগী হতে বাধ্য করা। যাতে যুক্তরাষ্ট্রকে নিজের প্রতিরক্ষার জন্য উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা সমস্যা নিয়ে আলোচনায় ট্রাম কার্ড হিসেবে ব্যবহার করা যায়। বর্তমান রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সামগ্রিক শক্তির পার্থক্য এত বেশি যে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রত্যকষ বৈরীতা রাশিয়ার জন্য সুফল বয়ে আনবে না। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগ নিবৃত্ত করা, ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা সমস্যা মোকাবিলা এবং রুশ-মার্কিন কৌশলগত ভারসাম্যহীনতা কাটিয়ে ওঠাই হয়তো রাশিয়ার আসল লক্ষ্য। ❑

ক্ষুদিরাম বসু

॥ সংলাপ প্রতিবেদক ॥

জন্ম - মৌরনিগ্রাম, মেদিনীপুর, ৩-১২-১৮৮৯। বিপ্লবী বীর। অল্প বয়সেই মাতাপিতাকে হারিয়ে বড় বোনের কাছে লালিত-পালিত। শিক্ষাজীবনের শুরু তমলুকের হ্যামিলটন স্কুলে। পরবর্তী সময়ে মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে পড়ার সময়ে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সান্নিধ্য লাভ এবং ১৯০২-এ যুগান্ত র দলে যোগদান করে বিপ্লবী কর্মকান্ডে মনোনিবেশ। বিলাতি দ্রব্য বয়কট, বিলাতি লবণের নৌকা ডোবানো প্রভৃতি কর্মকান্ডের ভেতর দিয়ে স্বদেশী

আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন। ১৯০৬-তে মেদিনীপুরের এক প্রদর্শনীতে বিপ্লবী পত্রিকা 'সোনার বাংলা' বিলি করার সময়ে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েও পুলিশকে মেরে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। এই অভিযোগে পরে গ্রেফতার। তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের। কিন্তু বয়স নিতান্তই অল্প বলে সরকার কর্তৃক মামলাটি প্রত্যাহার। বিপ্লবীদের গোপন সংস্থায় অর্থের প্রয়োজনে ১৯০৭-এ মেলব্যাগ লুট। বিপ্লবী দল কর্তৃক কলকাতার তদানীন্তন অত্যাচারী চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীর উপর এ কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব পড়ে। নিরাপত্তার জন্য সরকার কর্তৃক কিংসফোর্ডকে মজফফরপুর বদলি। ক্ষুদিরাম বসু এবং প্রফুল্ল চাকীর মজফফরপুর গমন। ১৯০৮-এ ৩০ এপ্রিল রাত ৮টার সময় কিংসফোর্ডের গাড়ি ভেবে মজফফপুরের ইউরোপীয় ক্লাব থেকে ফেরা একটি গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করার ফলে আরোহী দু'জন ইউরোপীয় মহিলা নিহত হন। পরের দিনই ক্ষুদিরাম বসুকে গ্রেফতার করা হয় ও বিচারে তার ফাঁসির হুকুম হয়। ফাঁসির আদেশ শুনে ক্ষুদিরাম বসু হাসিমুখে বলেন যে, মৃত্যুতে তার কিছুমাত্র ভয় নাই। মাত্র আঠারো বছর বয়সের এই তরুণ উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম শহীদ। মৃত্যু - ফাঁসিকাষ্ঠে ১১-৮-১৯০৮। ❑

চীনে আবার বিস্ফোরণ

॥ সংলাপ প্রতিবেদক ॥

অলিম্পিকস চলার ফাঁকেই একের পর এক বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল চীনের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের জিনজিয়াং প্রদেশের কুকা এলাকা। স্থানীয় সময় ভোর ৩:২০ মিঃ থেকে চারটের মধ্যে ডজনখানেক বিস্ফোরণ হয়। এই আক্রমণের পর পুলিশও পাল্টা অভিযান চালায়। অন্তত আটজন প্রাণ হারিয়েছে। এদের সাতজনই বোমাবাহী হামলাকারী, একজন মাত্র নিরাপত্তারক্ষী। বিভিন্ন সরকারি ভবনকে টার্গেট কর চালানো বিস্ফোরণে দুই পুলিশকর্মী সহ চারজন জখমও হয়।

বিস্ফোরণের পর গুলির শব্দও শোনা গিয়েছে বলে বেশ কয়েকটি সূত্রে দাবি করা হয়েছে। এই নাশকতার সঙ্গে অন্তত ১৫ জন জড়িত ছিল বলে জানিয়েছেন সরকারি অফিসাররা। ঘরোয়া পদ্ধতিতে তৈরি দেশি বোমা ফাটানো হয়েছে বলেও তারা জানিয়েছেন। রাত আড়াইটা নাগাদ বিস্ফোরকঠাসা একটি থ্রি-হুইলার নিয়ে হামলা চালায় আক্রমণকারীরা। প্রথমে তাদের বিস্ফোরণে এক নিরাপত্তাকর্মী নিহত হয়। পালটা পুলিশ এক আক্রমণকারীকে গুলি করে হত্যা করে। এরপর গুলি লড়াই চলে দীর্ঘক্ষণ।

অলিম্পিকস চলাকালীন মুসলমান জঙ্গিদের ঘাঁটি বলে পরিচিত জিনজিয়াং-এর এই পরপর বিস্ফোরণে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে। কোনও সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী এই নাশকতার দায় স্বীকার না করলেও উইঘুর মুসলিম জঙ্গি বাহিনীকেই সন্দেহ করা হচ্ছে। এক সপ্তাহের মধ্যে জিনকিয়াং-এ এটি দ্বিতীয় নাশকতার ঘটনা। ৪ আগষ্ট মুসলিম জঙ্গিরা সীমান্তরক্ষীদের উপর বিস্ফোরক ভরতি ট্রাক চালিয়ে এবং গ্রেনেড ছুঁড়ে কাসঘরে ১৬ জনকে হত্যা করে। জিনকিয়াং-এর স্বাধীনতার দাবিতে বহুদিন ধরেই জঙ্গি আন্দোলন দানা চলছে।

সেনা প্রশাসন হামলার কথা স্বীকার করে নিরাপত্তা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

কুকা কাউন্টিটি জিনজিয়াং প্রদেশের রাজধানী উরুমকি থেকে প্রায় ৭৫০ কিমি দূরে। বেজিং থেকে তার দূরত্ব প্রায় ৩ হাজার কিমি। জিনহুয়া সংবাদ সংস্থা প্রশাসনের কর্তাদের উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, বিস্ফোরণের পর কড়া নিরাপত্তার বলয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে সরকারি ভবনগুলিকে। রাস্তায় খুব কম লোকজন দেখা যাচ্ছে। ❑

সেবাদাসত্বে পাকিস্তানের উপরে ভারত!

॥ সংলাপ প্রতিবেদক ॥

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রাজা গিলানি পাকিস্তানের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের জন্য অপদস্ত হয়েই চলেছেন। ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ, কলম্বোয় ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এবং আফগান প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই আক্রমণ করেছেন গিলানিকে। একই সপ্তাহে এই ত্রিমুখী আক্রমণে পাক প্রধানমন্ত্রী দিশাহারা।

পাকিস্তানের ৬১ বছরের ইতিহাসে যা কখনও ঘটেনি এখন তা-ই ঘটলো। পাকিস্তান রাষ্ট্রটি সৃষ্টি করেছিলো ব্রিটিশ, তাদের প্রয়োজনে। জন্মানোর

পর ওই রাষ্ট্রকে লালন-পালন করেছে আমেরিকা, তাদের প্রয়োজনে। এই প্রথম আমেরিকা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ব্রিটিশও মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে।
জওহরলাল নেহরু থেকে মনমোহন সিং পর্যন্ত ভারতের প্রত্যেক প্রধানমন্ত্রী চেষ্টা করেছেন পাকিস্তানের সঙ্গে শান্তি ও সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে। বিজেপি'র অটলবিহারী বাজপেয়িও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না।
আফগানিস্তানে চাকা ঘুরে যাচ্ছে উল্টো দিকে, পাকিস্তানের পরাজয় সেখানেই সবচেয়ে প্রকট। আফগানিস্তানে দীর্ঘ দশ বছরের সোভিয়েত দখলদারির কালে, আমেরিকা পাকিস্তানকে ফ্রন্টলাইন রাষ্ট্র ঘোষণা করে তাকে সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধের সূচিমুখ করে তুলেছিলো। ওই সুসময় পাকিস্তানে আর কখনও আসেনি। ঠান্ডা যুদ্ধের শেষকালে পাকিস্তান ছিলো আমেরিকার সেবাদাস। তাদের সব রকম আবদার মেটাতে আমেরিকার ছিলো উদার। ইসলামাবাদ তখন যা চেয়েছে ওয়াশিংটন তা-ই ঢেলে দিয়েছে। হিসাবটুকুও চায়নি।
ওই সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধের সময় ওসামা-বিন-লাদেনকে ডেকে আনা হয়েছিলো পাকিস্তানে। অন্যদিকে, পাকিস্তানের মাদ্রাসাগুলিতে জন্ম দেয়া হয়েছিলো তালিবানের। আফগানিস্তানকে সোভিয়েত দখল থেকে মুক্তকরে সে দেশকে নিজের কুক্ষিগত করবে ভেবেছিলো পাকিস্তান। যুদ্ধ করেছিলো আল-কায়েদা ও দেশ-বিদেশের অন্য ইসলামি জঙ্গিরাসহ পাকিস্তানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তালিবানরা। কিন্তু যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলো পাক মিলিটারির আইএসআই। অর্থ সরবরাহ করেছিলো আমেরিকা ও সৌদি আরব। অস্ত্র জুগিয়েছিলো আমেরিকা।
যুদ্ধে হের গেলো সোভিয়েতের লাল ফৌজ। শেষ হলো তাদের দখলদারি। সুদীর্ঘ ঠান্ডা যুদ্ধের সমাপ্তিও ঘটে গেলো। আমেরিকা বিশ্বের একমাত্র সুপার পাওয়ার। পাকিস্তান তাদের অন্যতম সেবাদাস।
তালিবান আফগানিস্তানের নয়া শাসক হয়ে ক্ষমতায় বসেছিলো, ওসামা বিন-লাদেন আফগানিস্তানে ঘাঁটি করে আল-কায়েদার শক্তি বাড়িয়ে চললেন। পাকিস্তান কল্পনা করতে থাকলো, আফগানিস্তান পাকিস্তানেরই সম্প্রসারণ মাত্র। ইরান সীমান্ত পর্যন্ত হবে তাদের অস্ত্র ও সৈন্য বিচরণের জায়গা। পাকিস্তানের ওই কল্পনা ও স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়েছে আমেরিকাই। তারা আফগানদের সাহায্যেই আফগানিস্তানের ক্ষমতা থেকে তালিবানকে তাড়িয়েছে, আল-কায়েদার ঘাঁটি উড়িয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে, ভারত এখন আফগানিস্তানে বন্ধুশক্তি। আফগানিস্তানের পুনর্গঠনে ভারত বড় ভূমিকা রাখছে। তারা হাসপাতাল চালাচ্ছে, পরিকাঠামো গড়ে দিচ্ছে।
জারান্জ-দেলারাম দীর্ঘ ও প্রশস্ত সড়ক নির্মাণ, সেই সঙ্গে আফগানিস্তানের নতুন পার্লামেন্ট ভবন নির্মাণ করছে ভারত। ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মীদের খুন করছে তালিবান, তাই আফগানিস্তানে কর্মরত ভারতীয় কর্মী এবং অফিসারদের রক্ষা করার জন্য ভারত সরকার নিরাপত্তাকর্মী তথা মিলিটারিও নিয়োগ করতে যাচ্ছে আফগানিস্তানে।
আফগানিস্তানে ভারতীয় মিলিটারি! বাজপেয়ি সরকারের সময় ভারতীয় জেল থেকে কয়েকজন পাকিস্তানী জঙ্গি নেতাকে মুক্ত করে ভারতীয় বিমানে চাপিয়ে জামাই আদরে আফগানিস্তানের কান্দাহারে পৌঁছে দিয়েছিলেন তখনকার বিদেশমন্ত্রী যশবন্ত সিং। আফগানিস্তান ছিলো পাক জঙ্গিদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। আর ভারত সরকারের পক্ষে জঙ্গিদের কাছে আত্মসমর্পণ ছিলো চূড়ান্ত অবমাননাকর ঘটনা! সেই কান্দাহারে এখন ভারতীয়দের আনাগোনা!
পাকিস্তান আবার তালিবানকে পরিপুষ্ট করার দায়িত্ব নিয়েছে, তাদের সামনে রেখে পাকিস্তানের আইএসআই আবার আফগানিস্তান দখলের চেষ্টা চালাচ্ছে। তার ফলে আফগানিস্তানে মোতায়েন আমেরিকান শক্তি ও ন্যাটো বাহিনীর সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছে পাকিস্তান।
তাই আমেরিকান প্রশাসনের ভিতরে পাকিস্তানের দরদি বন্ধুদের অভাব ঘটেছে, যদিও আমেরিকার পার্লামেন্টে পাকিস্তানের লবিও সক্রিয়। প্রেসিডেন্ট বুশ এবং তার বিদেশসচিব কন্ডোলিজ্জা রাইস এতদিন পর্যন্ত ইসলামাবাদের সব আবদার রক্ষা করে এসেছেন। কিন্তু গত সপ্তাহেই প্রকাশ্যে এলো, প্রেসিডেন্ট বুশ পাকিস্তানের আচরণে বিরক্ত!
ভিতরে ভিতরে পাক-আমেরিকা সংঘাত সহ্যের সীমা অতিক্রম করার দিকে এগুচ্ছে কিন্তু সরকারী পর্যায়ে তা স্বীকার করা হয়নি। পাকিস্তানকে দেয়া এফ-১৬ বিমানগুলির আধুনিকীকরণের জন্য মাত্র এক সপ্তাহ আগে প্রেসিডেন্ট বুশ ২৩ কোটি ডলার মঞ্জুরও করলেন। কিন্তু আমেরিকার সংবাদপত্রগুলিতে, বিশেষজ্ঞদের বিবৃতিতে জানা যাচ্ছিলো, আমেরিকায় পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদের উৎসস্থল বলে মনে করা হচ্ছে।
মার্কিন প্রশাসন এখনও বলে চলেছে, দুনিয়াজোড়া সন্ত্রাসবাদবিরোধী যুদ্ধে পাকিস্তান ফ্রন্টলাইন রাষ্ট্র। কিন্তু আমেরিকার বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পাকিস্তানই সন্ত্রাসবাদের জনক। সম্প্রতি, বুশ-গিলানি সংলাপ থেকে জানা গেলো, মার্কিন প্রশাসনের প্রধান কর্তাও মতবদল করেছেন। তিনি পাকিস্তানকে সতর্ক করে দিয়েছেন।
গত ১২ জুলাই সিআইএ'র ডেপুটি ডিরেক্টর স্টিফেন আর ক্যাপেস ইসলামাবাদে হঠাৎ গিয়ে হাজির হন। সে সময়ই সেখানে উপস্থিত ছিলেন আমেরিকান অ্যাডমিরাল মাইক মুলেন। তারা দু'জন পাকিস্তানের সামরিক ও অসামরিক অফিসারদের সঙ্গে আলোচনায় বেশ কিছু খোলা কথা বলেছেন। তারা বলেন, তালিবান ও জঙ্গি নেতাদের সঙ্গে আইএসআই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখে।
অ্যাডমিরাল মুলেন এবং ক্যাপেস পারভেজ মোশারফ, ইউসুফ গিলানি, পাক সেনাধ্যক্ষ জেনারেল আসফাক কিয়ানিকেও ওই কথাগুলি জোরের সঙ্গে বলেছেন। পাকিস্তানের ওই কর্তাদের তারা বলেছেন, আফগানিস্তানে যে জঙ্গিরা আক্রমণ চালাচ্ছে, তাদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে আইএসআই। আল-কায়েদার ঘনিষ্ঠ জালালুদ্দিন হাক্কানিকে আইএসআই মদত দিচ্ছে। তালিবানি জঙ্গিরা আফগানিস্তানে ভয়ংকর আক্রমণ চালাচ্ছে। আমেরিকানরাও নিহত হচ্ছে। উপজাতীয় জঙ্গি নেতারা আল-কায়েদাকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে নিরাপদ আশ্রয় দিয়েছে।
দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় আমেরিকান বাহিনীর অস্থায়ী কমান্ডার মার্টিন ই ডেম্পসি কাউকে কিছু না জানিয়ে পাকিস্তানের উপজাতি এলাকাগুলিতে ঘুরেছেন। তিনি নিজেই ওই অঞ্চলের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর বহু তথ্য নিয়ে গিয়েছেন, পরিস্থিতিও বুঝার চেষ্টা করেছেন। এই সঙ্গে আরও একটি আমেরিকান গোয়েন্দা দলের উল্লেখ করা যায়। গত জানুয়ারি মাসে আমেরিকার ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্সের ডিরেক্টর মাইক ম্যাককনেল এবং সিআইএ'র ডিরেক্টর মাইকেল ভি হেডেন ইসলামাবাদে এসে প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশারফের উপর এই মর্মে চাপ সৃষ্টি করেন যে, পাকিস্তানের উপজাতীয় এলাকাগুলিতে আমেরিকান বাহিনীকে স্বাধীনভাবে অপারেট করতে দিতে হবে।
ক্যাপেস এবং মুলেন তাদের জুলাই সফরে পাক কর্তাদের বলেছেন, আইএসআই তালিবানের সঙ্গে সম্পর্ক গভীরতর করেছে এবং আফগানিস্তানে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটাচ্ছে। কাবুলের ভারতীয় দূতাবাসে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে আইএসআই। তার প্রমাণও ক্যাপেস দেন। তারা এও বলেন যে, এতদিন পর্যন্ত সিআইএস এবং আইএসআই'র মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিলো, তা আর থাকবে না। সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।
পরিস্থিতি এ রকম গুরুতর হয়ে উঠায় পাক প্রধানমন্ত্রী গিলানি জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে আমেরিকায় গিয়েছিলেন। তিনি যখন ওয়াশিংটনে পৌঁছলেন, তখন কূটনৈতিক প্রোটোকল বুশ প্রশাসন রক্ষা করেনি। সস্ত্রীক গিলানি বিমান থেকে নেমে হেঁটেই চলেছেন, কেউ অভ্যর্থনা জানায়নি। কিছুক্ষণ পর হাজির হয়েছিলেন একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি। লাল কার্পেট দূরের কথা, কোনো সাধারণ কার্পেটও বিছানো ছিলা না। পাকিস্তানের এক সংবাদপত্রের ওয়াশিংটনস্থ প্রতিবেদক লিখেছেন ঃ পাকিস্তানের কূটনীতিকরা বুঝাতে পারছেন না, কেন তাদের প্রধানমন্ত্রীর প্রতি এরকম অভদ্র আচরণ করা হয়েছে।
কেন এই অসৌজন্যমূলক আচরণ, তা আর কেউ না বুঝুক, গিলানি নিজে বুঝে এসেছেন। প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের সঙ্গে যখন তার দেখা হলো, তখন বুশ ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, আপনারাই তো কাবুলের ভারতীয় দূতাবাসে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন, ভারতে সন্ত্রাস চালান দিচ্ছেন, তালিবানকে আপনারাই সাহায্য করছেন, আফগানিস্তানে হামলা চালাচ্ছেন। এসব বন্ধ করুন।
ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিলানি সব শুনেছেন। কিন্তু বাইরে এসে বিবৃতি দিয়েছেন, আইএসআই তালিবানকে সাহায্য করছেন, কিংবা তালিবানের সঙ্গে

তাদের যোগসাজশ আছে, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

প্রেসিডেন্ট বুশ হঠাৎ ঘুরে গেলেন কেন? আজ পর্যন্ত কোনো আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ভারতের প্রতি এই সহানুভূতি দেখাননি। হঠাৎ এই পরিবর্তন কেন? কারণ, ২২ জুলাই ভারতের লোকসভায় ভারত-আমেরিকা পরমাণু চুক্তি অনুমোদিত হওয়ার পর দক্ষিণ এশিয়ার সমীকরণ বদলে গিয়েছে। ভারত এখন আমেরিকার বন্ধু! পাকিস্তান সম্পর্কে আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গি দ্রুত পাল্টাচ্ছে। পাকিস্তানের ভিতরে আমেরিকা ও ন্যাটোর সৈন্যরা ঢোকার সিদ্ধান্তও নিয়েছে। পাকিস্তানই হবে হয়তো যুদ্ধক্ষেত্র!

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এবং আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাইয়ের আমেরিকার দাসত্ব করার জোরও বেড়ে গিয়েছে। ১ আগস্ট ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সির ৩৫ জন সদস্যের বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে ভারতের পরমাণু বিষয়ে অচ্ছুৎ দশা ঘুচিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাতে মনমোহন সিং আরও জোর পেয়েছেন। ২ আগস্ট কলম্বোয় সার্ক সম্মেলন উপলক্ষে পাক প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ পাওয়ামাত্র তাই তিনি কোনো দিন যা বলেননি, তা-ই বলেছেন। তিনি বলেছেন, কাবুলে ভারতীয় দূতাবাসে হামলা, বেঙ্গালুরু ও আমেদাবাদে বিস্ফোরণ, প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা অতিক্রম করে পাক সেনাদের জম্মু-কাশ্মীরে ঢুকে পড়া, এসব বন্ধ করুন। কারজাই আরও কড়া ভাষায় বলেছেন, সন্ত্রাসবাদ পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকেই মদত পাচ্ছে।

এই সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সোজা সাপ্টা বক্তব্য দিতে পারেননি। তিনি অতি সংক্ষেপে তার বক্তৃতা শেষ করেছেন। ❑

ভারতে নতুন একটি গোয়েন্দা কাঠামো তৈরি হচ্ছে

॥ সংলাপ প্রতিবেদক ॥

ভারতের জয়পুর, বেঙ্গালুরু এবং আমেদাবাদে একের পর এক বিস্ফোরণের ঘটনার পর নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে ভারতের সমস্ত রাজ্যের ডিজি এবং মুখ্যসচিবদের নিয়ে বৈঠকে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জঙ্গি তৎপরতা ও নিরাপত্তা বিষয়ে যে সিদ্ধান্তগুলি নেয়া হয়েছে, সেগুলি হলো - সম্পূর্ণ নতুন একটি গোয়েন্দা কাঠামো তৈরি। মোবাইলের সিমকার্ড বিক্রির ক্ষেত্রে নতুন একঝাঁক কড়া নিয়ম চালু। একজন পরিচিত ব্যক্তির নাম-ঠিকানা-ফোন নম্বর তত্ত্বতালাশ করার পরই সিমকার্ড বিক্রি। জাল নোট ধরা এবং তদন্তের জন্য রাজ্যস্তরে একটি নোডাল অথরিটি নিয়োগ করা। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মতো সীমান্ত রাজ্যকে অতিরিক্ত সতর্ক করা হয়েছে জাল নোট নিয়ে। সন্ত্রাসবাদী ঘটনার তদন্তের দায়িত্ব আগামী দিনে রাজ্যের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সংস্থাও নিতে পারবে।

গোয়েন্দা ব্যর্থতাই সন্ত্রাসবৃদ্ধির অন্যতম কারণ বলে ভারতের রাজনীতিক ও বিশেষজ্ঞদের অভিমত। গত কয়েক বছর ধরে ভারত জুড়ে প্রতিটি বিস্ফোরণের পরই এই অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ হয়েছে। তাই এবার সম্পূর্ণ নতুন একটি গোয়েন্দা কাঠামো তৈরি হতে চলেছে। স্বরাষ্ট্রসচিব মধুকর গুপ্তা বলেছেন, আগামী এক মাসের মধ্যেই এই নতুন গোয়েন্দা ব্যবস্থার রূপরেখা তৈরি হয়ে যাবে। নতুন গোয়েন্দা ব্যবস্থায় রাজ্য এবং কেন্দ্র উভয় পক্ষের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার মেকানিজম থাকবে। শুধু গোয়েন্দা কাঠামোই নয়, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের তদন্তে ফেডারেল এজেন্সি চালু করে দেয়ার ব্যাপারেও এবার হেস্তনেস্ত চাইছে কেন্দ্র।

গত আড়াই বছর ধরে কেন্দ্র চাইছে জঙ্গি হামলার মতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার তদন্তে একইসঙ্গে রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা যাতে তদন্ত করতে পারে তার জন্য একটি ফেডারেল এজেন্সি চালু করা দরকার। ওই বৈঠকে কেন্দ্র স্পষ্ট বলে দিয়েছে ওই এজেন্সি অবিলম্বে দরকার। এমনকি আপাতত একটি ব্যবস্থার প্রস্তাবও দেয়া হয়েছে। একটি কমিটি তৈরি হবে। আগামী দিনে ওই কমিটি সিদ্ধান্ত নেবে কোনো ঘটনার তদন্তে কেন্দ্রীয় সংস্থা যুক্ত হবে কিনা। ওই কমিটিতে থাকবেন ভারতের কেন্দ্র ও রাজ্যের কর্মকর্তারা। ❑

শান্তিনিকেতনে পূর্ণদাস বাউলের আশ্রম ভেঙে ফেলার ষড়যন্ত্র!

॥ সংলাপ প্রতিবেদক ॥

ওপার বাংলায় শান্তিনিকেতনের ভুবনডাঙা থেকে পূর্ণদাস বাউলকে উৎখাত করার জন্য বিশ্বভারতীর জারি করা নোটিসে গত বৃহস্পতিবার অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিলো কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবারের মধ্যে সেখানে তার নির্মিত বাড়ি, আশ্রম, লোকনাথ বাবার আশ্রম ভেঙে ফেলার জন্য বিশ্বভারতী নির্দেশ দিয়েছিলো। কিন্তু বিচারপতি প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় ও বিচারপতি তপন মুখোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে, ১৮ আগস্ট পর্যন্ত সেখানে বিশ্বভারতী হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। ১৪ আগস্ট মামলাটির শুনানি হবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবিতাবস্থায় নবনীদাস ক্ষ্যাপা বাউল পৌষ মেলায় শোনাতেন তার বাউল গান। ক্ষ্যাপা বাউলের সঙ্গে থাকতো তার ছোট্ট সন্তান। ছোট্ট সেই ছেলেটি পূর্ণচন্দ্র দাস বাউল পরবর্তীকালে দেশ-বিদেশে বাউল গান শুনিয়েছেন অনেক। কিন্তু শান্তিনিকেতনের ভুবনডাঙায় দাঁড়িয়ে পৌষ মেলার সময় বাউল গান শোনানোর কথা ভোলেননি। একসময় বাউল গানকে কেন্দ্র করে গবেষণা এবং শিক্ষা সংস্থা তৈরির কথা সেই ভুবনডাঙাতেই ভাবেন। তার সেই ভাবনা সফল করতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় রাজ্য সরকার। তার আইনজীবী মনোজিৎ ভট্টাচার্য আদালতকে জানান, সেই সূত্রে ১৯৮৬ সালে ভুবনডাঙায় তাকে ৫২ একর জমি লিজে দেয়া হয়। সেই লিজের মেয়াদ দফায় দফায় বাড়ানো হয়েছে। তিনিও জমির ভাড়া দিয়ে এসেছেন। পরে সমস্ত আইনি শর্ত মেনে সেই জমিতেই তার উদ্যোগে তৈরি হয়েছে বাউল শিক্ষার্থী আবাস এবং ধর্মপ্রাণ মানুষদের থাকার জায়গা ইত্যাদি।

মামলার বয়ান অনুযায়ী, ২০০৭ সালের ১৩ জানুয়ারি বিশ্বভারতীর এস্টেট অফিসার ওপার বাংলার বাউল সম্রাটকে একটি নোটিস পাঠান। বলা হয়, কেন ভুবনডাঙার ৩৪০ নম্বর প্লট থেকে তাকে উৎখাত করা হবে না, তার কারণ দেখাতে হবে। শুনানির দিন ধার্য হয় ওই বছরের ১৬ ডিসেম্বর। পূর্ণদাসের আইনজীবী বলেন, এ সময় তার স্ত্রী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার জেরে তার শরীরে পেসমেকার বসাতে হয়েছে। একথা তিনি বিশ্বভারতীকে জানিয়েছিলেন। সেই মতো নতুন করে শুনানির দিন ধার্য হয়। কিন্তু তারপরই এই বছরের ১৪ জুলাই তাকে উৎখাতের নোটিস পাঠানো হয়। সেই নোটিস তিনি বীরভূম আদালতে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। কিন্তু তার আবেদন সেখানে খারিজ হয়। সেই সূত্রে তিনি বলেছেন, সরকার আজ পর্যন্ত এই জমি নিয়ে তাকে কিছু বলেনি। তিনি রয়েছেন ৩৩৯ নম্বর প্লটে। অথচ বিশ্বভারতী তাকে উৎখাত করতে চাইছে ৩৪০ নম্বর প্লট থেকে। এই ভ্রান্তি অথবা বিভ্রান্তির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাই রাজ্যের শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। যাতে রক্ষা পায় তার বাউল রিসার্চ সেন্টার অ্যান্ড ইনস্টিটিউট সহ অন্যান্য নির্মাণ। ❑